বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

আনিসুজ্জামান

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বরণ্য বুদ্ধিজবী, গবেষক, ও মনস্বী অধ্যাপক। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। পিতা ডা.এ.টি.এম মোয়াজ্জম ও মাতা সৈয়দা খাতুন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি বাংলা স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

আনিসুজ্জামান উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’, ‘মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র’, ‘স্বরূপের সন্ধানে’. ‘আঠারোশতকের চিঠি’, পুরোনো বাংলা গদ্য’, ‘বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে’, ‘বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য’, ‘ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য’, ‘সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক’, ‘চেনা মানুষের মুখ’ ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমিক পুরস্কার, অলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট এবং ভারতের সরকারের পদ্মভূষণসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, জননী জাহ্নবী দেবী।
মায়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের শুরুতে 'মাইকেল' নাম যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপ্স কলেজে ভর্তি হতে হয়। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। মধুসূদন বুৎপন্ন ছিলেন বহু ভাষার। ইংরেজি ও সংস্কৃতিসহ ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।
হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। কিন্তু বিদেশি ভাষার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মাতৃভাষার কাছে ফিরে আসেন

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

মাতৃভাষা বাংলা রচিত অমর কাব্যের তিনি স্রষ্টা। রোমান্টিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা চেতনার এবং নারী-জাগরণ মধুসূদনের সাহিত্যের প্রধান সুর। মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ভেঙে দিলেন। তিনি প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের মিল রক্ষা করেননি বলেই তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে বলা হয় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ণ। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' এ ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটে। এ ছন্দে আরও কিছু নতুন বিষয় তিনি যোগ করেছিলেন বলে একে বলা হয় '১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ'। বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটেরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। আধুনিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' ও প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

জীবনানন্দ দাশ

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। মায়ের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন আতিবাহিত করেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁর তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্য সাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চিত্ররূপময়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ত্যুবরণ করেন

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

এছাড়াও ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'নির্জনতম কবি' বলে। উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, আলো-আধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচিত্র মাত্রার ব্যবহারে তার কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত্ব। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। জবিনানন্দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'ঝড়া পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', ' বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা'। 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ এবং 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ' তাঁর বিখ্যাত দুটি উপন্যাস।

জীবনান্দ দাশ ১৯৫৪ সালের ২২-এ আক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যান।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ জুন বরিশালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মায়ের নাম সাবেরা বেগম। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্ধি জীবন। স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনের ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবে বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: ‘সাঁঝের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কাঁটা’, ‘উদাত্ত পৃথিবী’ ইত্যাদি।

এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০এ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

আহসান হাবীব

আহসান হাবীব বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে ১৯১৭ খিস্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দিন হাওলাদার এবং মাতার নাম জমিলা খাতুন। স্কুল জীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কবিকে কলেজ ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পত্রিকা, রেডিও, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও আহসান হাবীব শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেই জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন। ১৯০৫-এর দিকে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন বেশ কয়েকটি পত্রিকার কাজ করার পরে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যোগ দেন ‘দৈনিক বাংলা’ (তৎকালিন ‘দৈনিক পাকিস্তান’) পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে। আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, স্পষ্টবাদী এই কবি ছিলেন মূলত মানবদরদি শিল্পী। দেশ ও জনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা। ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবিচারের আলোকে এক সুগভীর

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, স্পষ্টবাদী এই কবি ছিলেন মূলত মানবদরদি শিল্পী। দেশ ও জনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা। ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবিচারের আলোকে এক সুগভীর জীবনঘনিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তাঁর কবি প্রতিভার মূল সুর। কবি আহসান হাবীবের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: ‘রাত্রিশেষ’, ‘ছায়াহরিণ’, ‘সারা দুপুর’, ‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো’, ‘দুহাতে দুই আদিম পাথর’, ‘বিদীণ© দর্পণে মুখ’ প্রভৃতি। এছাড়াও উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।
তিনি১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা সাহিত্যকর্ম

- বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ছোটগল্প ও গল্পগ্রন্থ

➢ শওকত ওসমানঃ প্রস্তর ফলক, সাবেক কাহিনী, ওটেনসাহেবের বাংলো, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, জন্ম যদি তব বঙ্গে, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরাতন খঞ্জর, বিগত কালের গল্প, মনিব ও তাহার কুকুর, নেত্রপথ, উভশৃঙ্ক , গেহু, তিনমির্জা, মোজেজা।

➢ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : মন্দির মহেশ, বিলাসী, ছবি, বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, পথ নির্দেশ, রামের সুমতি, মামলার ফল।

➢ অন্নদাশংকর রায় : প্রকৃতির পরিহাস, মনপবন, যৌবনজালা, কামিনী কাঞ্চন।

➢ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোয়ারি, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, কালস্বপ্ন, স্বপ্নের জাল।

➢ আবু ইসহাক : মহাপতঙ্গ, হারেম, জোঁক

➢ আবু জাফর শামসুদ্দীন : শেষ রাত্রির তারা, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, ল্যাংড়ী জীবন, একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প।

বাংলা সাহিত্যকর্ম

- আবুল মনসুর আহমদ : আয়না ফুড কনফারেন্স। আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা, রিলিফ ওয়ার্ক , জনসেবা, যুনিভার্সিটি, হুজুর কেবলা।
- আলাউদ্দিন আল আজাদ : জেগে আছি, ধানকন্যা, অন্ধকার সিড়ি, উজান তরঙ্গ, মৃগনাভি, যখন সৈকত আমার রক্ত আমার স্বপ্ন।
- জহির রায়হান : সূর্যগ্রহণ, একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঁধ।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জলসাঘর, বেদেনী, পাষাণপুরী, ডাকহরকরা, তারিণী মাঝি, নীল কণ্ঠ, ছলনাময়ী, কালোপাহাড়।
- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : তন্বী উর্মিমালা , সপ্তমী, দূরবীণ ও অনুগামিনী।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : মৌরিফুল, মেঘমাল্লার সুলাোচনা,যাত্রাবদল, কিন্নরদল, জন্ম ও মৃত্যু, রসকলি, বিধু মাষ্টার,

  বিখ্যাত গল্প: পুইমাচা, চরিত্র, ক্ষেন্তি।

বাংলা সাহিত্যকর্ম

- বুদ্ধদেব বসু : অভিনয়, রেখাচিত্র, নতুন নেশা, খাতার শেষ পাতা, হৃদয়ের জাগরণ, অদৃশ্য শত্রু, ভাসো আমার ভেলা, মিসেস গুপ্ত, একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অতসী মামা, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, আজকাল পরশুর গল্প, পাশফেল, বৌ, হলুদ পোড়া।
- সৈয়দ আলী আহসানঃ শব্দের অনুষঙ্গে, সতত স্বাগত, প্রেম যেখানে সর্বস্ব।
- সৈয়দ শামসুল হক : আনন্দের মৃত্যু, শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, তাস, জলেশ্বরীর গল্পগুলো, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান।
- হাসান আজিজুল হক : সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরন্য, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গৌত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আত্মজা ও একটি করবী গাছ।
- হুমায়ুন আহমেদ : আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য, শীত ও অন্যান্য গল্প, এলেবেলে, ছায়াসঙ্গী, জলকন্যা, নলিহাতী।

বাংলা সাহিত্যকর্ম

- রশীদ হায়দার : নানকুর বোধি, অন্তরে ভিন্ন পুরুষ, তখন, পৌষ থেকে পৌষ, আমার প্রেমের গল্প, মেঘেদের ঘরবাড়ি।
- শামসুদ্দীন আবুল কালাম : দুই হৃদয়ের তীর, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু, পথজানা নেই, মজা গাঙ্গোর গান, পুঁই ডালিমের কাব্য, ঢেউ।
- শাহেদ আলী : জিব্রাইলের ডানা, একই সমতলে।
- সৈয়দ মুজতবা আলী : পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা কাহিনী, ধূপছায়া।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : নয়নচারা, দুইতীর, কাঁদো নদী কাঁদো, তরঙ্গ ভঙ্গ, চাঁদের অমাবস্যা, একটি তুলসি গাছের কাহিনী।
- মুনির চৌধুরীঃ কবর (নাটক)
- জহির রায়হানঃ আরেক ফাল্গুন (উপন্যাস)

নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনিঃ সেলিনা হোসেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাহিত্য কর্মঃ

একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের পথের ধারে	শাহরিয়ার কবির
একাত্তর উপাখ্যান	সাইদ হাসান দারা
উত্তরকাল	আমজাদ হোসেন
আমার বন্ধু রাশেদ	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
আকাশ বাড়িয়ে দাও	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
অলাতচক্র	আহমদ ছফা
অনীল বাগচীর একদিন	হুমায়ূন আহমেদ
১৯৭১	হুমায়ূন আহমেদ
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল
জয় বাংলার জয়	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তব অঙ্গে	শওকত ওসমান

বাংলা সাহিত্যকর্ম

আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম

কবি ও ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত রচনা

বিখ্যাত গ্রন্থ	লেখক
তিলোত্তমা সম্ভব, চতুর্দশপদী কবিতাবলী (কাব্যগ্রন্থ)	মাইকেল মধূসুদন দত্ত
অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম
সোনার তরী, গীতাঞ্জলি (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রুপসী বাংলা (কাব্যগ্রন্থ)	জীবনানন্দ দাশ
সাঁঝের মায়া (কাব্যগ্রন্থ)	বেগম সুফিয়া কামাল
নকশী কাঁথার মাঠ (কাব্যগ্রন্থ)	জসীমউদ্‌দীন
খোয়াবনামা (উপন্যাস)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংশপ্তক (উপন্যাস)	শহীদুল্লাহ কায়সার
হাজার বছর ধরে (উপন্যাস)	জহির রায়হান
লালসালু (উপন্যাস)	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ক্রীতদাসের হাসি (উপন্যাস)	শওকত ওসমান
সূর্য দীঘল বাড়ি (উপন্যাস)	আবু ইসহাক
পদ্মা নদীর মাঝি (উপন্যাস)	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা নাট্যকার ও নাটক

নাটক	নাট্যকার
শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পদ্মাপার, বেদের মেয়ে	জসীমউদ্‌দীন
আলেয়া, ঝিলিমিলি	কাজী নজরুল ইসলাম
রক্তকরবী, ডাকঘর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র
জমিদার দর্পণ	মীর মশাররফ হোসেন
কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল	সেলিম আল দীন
ওরা কদম আলী	মামুনুর রশীদ
সাজাহান, মেবার পতন	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
বহিপীর	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

কবি সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম

প্রকৃত নাম	উপাধি/ছদ্মনাম
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি (উপাধি)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী (উপাধি)
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান (ছদ্মনাম)
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল (ছদ্মনাম)
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন (উপাধি)
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি (উপাধি)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি (উপাধি)
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত (উপাধি)
সৈয়দ আলী আহসান	চেনাকণ্ঠ (ছদ্মনাম)
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল (ছদ্মনাম)
আলাওল	কবিগুরু (উপাধি)
কাজেম আল কোরায়শী	কায়কোবাদ (ছদ্মনাম)

বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মহাকাব্য

মহাকাব্য	লেখক
মেঘনাদবধ কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মহাশ্মশান	কায়কোবাদ
পলাশীর যুদ্ধ	নবীন চন্দ্র সেন
পৃথ্বীরাজ	যোগীন্দ্রনাথ বসু
রামায়ণ	বাল্মীকি
ঈনিড	ভার্জিল
প্যারাডাইস লস্ট	মিল্টন
মহাভারত	বেদব্যাস
ইলিয়ড, ওডিসি	হোমার

কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রণেতা

গ্রন্থ	প্রণেতা
মহাভারত	বেদব্যাস
রামায়ণ	বাল্মীকি
কিতাবুল রেহালা	ইবনে বতুতা
কাদম্বরী	বানভট্ট
রঘুবংশম্	কালিদাস
অর্থশাস্ত্র	কৌটিল্য
দান সাগর	রাজা বল্লাল সেন

- “প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,
  তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।” —-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ —মাহবুব উল আলম চৌধুরী

- এক সে পদ্ম তার চৌষট্টি পাখনা—চর্যাপদ

- বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিত ভেদ সংস্থাপন
  করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালি
  মদনমোহন তর্কালঙ্কার
- যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে ভোগ
  করা তাহাকেই সাজে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান
  ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দুর্বুদ্ধি)।

- শিক্ষার ‘স্ট্যান্ডার্ড’ মানে জ্ঞানের ‘স্ট্যান্ডার্ড’, মিডিয়ামের ‘স্ট্যান্ডার্ড’ নয়।——আবুল মনসুর আহমদ

- বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়।——আবুল মনসুর আহমদ

- “এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-
  লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয় আর দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার।” - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- রাজনীতিবিদদের কামড়াকামড়ির দায় রাজনীতির নয়,বরং বুর্জোয়া কাঠামোর নড়বড়ে গঠনই রাষ্ট্রের বারোটা বাজিয়ে দেয় । (সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু)—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- “বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন”- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- “মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে,
  এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই। - মাধবী ফুল গাছ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- “তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে উদ্ধত হস্ত তুলে, মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত করে, উদ্ধত হস্ত যুক্ত করে ললাট ঠেকিয়ে।”—কাজী নজরুল ইসলাম

- “বামন চিনি পৈতা প্রমাণ বামনী চিনি কিসে রে।’ —লালন

- সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট।
  -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমস্যাপূরণ)।

- হঠাৎ একদিন পূর্নিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন
  যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের সুদীর্ঘ
  ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে।
  -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মধ্যবর্তিনী)।

- নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মধ্যবর্তিনী)।

- মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন
  মানুষ মনে করে, 'আমি সব পারি'। তখন হঠাৎ আত্নবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া ওঠে। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মধ্যব

- সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে।
  -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(সম্পাদক)।

- যে ছেলে চাবামাত্রই পায়, চাবার পুর্বেই যার অভাব মোচন
  হতে থাকে; সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ

- যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দিই। —-কাজী নজরুল ইসলাম

- যেন হাঁক দিয়ে আসে অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি
  অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে কালবৈশাখীর-ঘূর্ণি-মার-
  খাওয়া অরণ্যের বকুনি। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- “এই অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু, তুমি যেন যেওনা”- কাজী নজরুল ইসলাম

- “কী পাইনি তারই হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙ্গিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়-বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে।
  – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কর্মফল)।

- বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেননি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন; তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পন করেছেন।– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কর্মফল)।

- বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(শেষের কবিতা)।

- সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকেনা-
  তরকারীতে লঙ্কামরিচের মত। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চোখের বালি)।

- যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমাকে বাঁধিবে যে নিচে।
  পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধন্যবাদ